মুদ্রণপ্রযুক্তি, অলংকরণ এবং বাংলা গ্রন্থ (১৭৭৮-১৮৬৭)

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অধীনে

পিএইচ. ডি. উপাধিপ্রাপ্তির জন্য উপস্থাপিত গবেষণা-অভিসন্দর্ভ

গবেষক

অপরূপা ঘোষ

পিএইচ. ডি. রেজিস্ট্রেশন নম্বর: F.I. No. 249/13/Arts

বাংলা বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

স্বপন চক্রবর্তী

(অবসরপ্রাপ্ত) কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশিষ্ট ইউনিভার্সিটি চেয়ার

(মানবিকীবিদ্যা)

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়

বাংলা বিভাগ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা-৭০০ ০৩২

ভারত

২০২১

ভূমিকা

'গ্রন্থেতিহাস' ('বুক হিস্ট্রি') শব্দটি আমাদের শব্দকোষে নতুন। এতদিন 'গ্রন্থ'-সম্পর্কিত আলোচনাকে আমরা 'গ্রন্থাগারচর্চা'-র সঙ্গেই একযোগে দেখেছি। গ্রন্থ বিষয়ে চর্চা বইয়ের মূল পাঠের বাইরের অংশ; ফলে সাহিত্যের সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই—এমনটাই আমরা ভাবি। সম্প্রতি আমরা 'গ্রন্থেতিহাস'-এর গণ্ডি সম্পর্কে সচেতন হয়েছি। গ্রন্থেতিহাস যে শুধুমাত্র বইয়ের মাপের কথা বলে না, তা আমরা বুঝতে পারছি। ১৯৯৮ সালে পেনসিলভেনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'বুক হিস্ট্রি' পত্রের মুখবন্ধে সম্পাদকদ্বয় এজরা গ্রিনস্প্যান ও জনাথন রোজ গ্রন্থেতিহাসের এলাকা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সেখানে তাঁরা বলেছেন, ভাবপ্রকাশের জন্য লিখিত মাধ্যমের সবটুকুই বই নিয়ে চর্চার এলাকায় পড়ে। গ্রন্থেতিহাসে শুধু বই নয়, পুথি, পত্রিকা, খবরের কাগজ সবই এই চর্চার আওতায় পড়তে পারে। বইয়ের ছাপা, প্রকাশ, ছবি, বিক্রি, গ্রন্থস্বত্ব, পাঠকের প্রতিক্রিয়া সবই আলোচিত হতে পারে এই চর্চায়। গ্রন্থেতিহাস চর্চার দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করতে হবে ইতিহাস, সমাজ, সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব সব নিয়েই। গ্রন্থাগারচর্চাও এই চর্চার বাইরে নয়। বাংলায় স্বপন চক্রবর্তীর সম্পাদনায় অবভাস থেকে ২০০৭ সালে প্রকাশিত হয় 'মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা বই'। সেখানে গ্রন্থবিদ্ অভিজিৎ গুপ্তের 'ভারতবর্ষের গ্রন্থেতিহাস: কিছু মৌল সমস্যা' প্রবন্ধটি বাংলায় গ্রন্থেতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে একটি দিক্‌নির্দেশ করে। সেখানে আমাদের এই মুহূর্তে এই চর্চায় কী ধরনের সমস্যা রয়েছে তা নিয়েও আলোচনা করেন। প্রবন্ধটিতে তিনি বলেন, বইয়ের মুদ্রণ-প্রকাশন-বিপণন-পাঠ সংক্রান্ত বিষয়ের নানা প্রশ্নের উত্তর খোঁজা সম্ভব গ্রন্থেতিহাসের ছত্রচ্ছায়ায়। হরফ, ছাপা, বাঁধাই, অলংকরণ, কাগজ সব দিকেই আমাদের নজর রাখতে হবে এই আলোচনায়।

'বই' নিয়ে চর্চার এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলির দ্বারা উৎসাহিত হয়ে আমরা আমাদের গবেষণা কাজ 'মুদ্রণপ্রযুক্তি, অলংকরণ এবং বাংলা গ্রন্থ (১৭৭৮-১৮৬৭)' শুরু করি। ১৭৭৮ সাল বাংলা হরফ ছাপা হল হ্যালহেডের 'এ গ্র্যামার অফ দ্য বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ' ('A Grammar of the Bengal Language')। তারপর বাংলা বই ছাপার প্রযুক্তি, বইয়ে ছবি ছাপার ইতিহাসকে আমরা ধরতে চেয়েছি ১৮৬৭ পর্যন্ত। ১৮৬৭ সালে সরকারিভাবে নথিভুক্তি হতে শুরু হয় প্রকাশিত বইয়ের। নথিভুক্তির আগে সরকারি নজরদারির বাইরে কীভাবে বই ছাপার কাজ হচ্ছিল তা-ও আমরা দেখতে চেষ্টা করব। যদিও ১৮৬৭ সালের বইয়ের প্রকাশ সংক্রান্ত আইনের আগেও অনেকগুলি আইন তৈরি হয়েছিল ছাপা বিষয়কে কেন্দ্র করে। তবে ১৮৬৭

সালের আইনের বইয়ের তথ্য সংরক্ষণের বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এতটা বিস্তারে ছাপার জন্য আইনের কথা বলা হয়নি আগে। এর পরে প্রায় দেড়শো বছর এই আইন চলেছে। তাই ১৮৬৭-এর আইনকেই আমরা বেছেছি আমাদের আলোচনার প্রান্তকাল হিসেবে।

গবেষণা প্রশ্ন:

গবেষণা বিষয়টি চারটি অধ্যায়ে সাজিয়ে গবেষণার প্রশ্ন তৈরি করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়-

এক, ছাপতোলার জ্ঞান থেকে মুদ্রণযন্ত্রের বিস্তারের ইতিহাস পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবেশে হয়েছে। এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেমন সেই জ্ঞান পৌঁছেছে, তেমন আরেক দেশের ছাপার খবর না জেনেই পৃথিবীর অন্য প্রান্তে বসে কেউ ছাপার যন্ত্র বা বিচল হরফ তৈরি করেছেন। এই ভিন্ন প্রতিবেশগুলির মধ্যে ছাপার কাজ বিস্তার লাভ করবার কোন যোগসূত্র আছে কি? পৃথিবীর ছাপাখানার ইতিহাসের প্রেক্ষিতে বাংলার ছাপাখানার ইতিহাসে কি আলাদা কোন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়?

দুই, আগের প্রশ্নগুলির সূত্র ধরেই আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নের দিকে এগিয়েছিলাম। চীন, জাপান, কোরিয়ার মতো ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে ছাপাবইয়ের সন্ধান মিলেছে। এইসব দেশগুলির সঙ্গে ভারতের বাণিজ্যিক সম্পর্কও ছিল। অথচ ভারতে বই ছাপার সেই জ্ঞান এসে পৌঁছল না কেন?

দ্বিতীয় অধ্যায়-

এক, বাংলায় পুথির পরে যখন ছাপা বই আসছে তখন ছাপাবইয়ের গঠনসজ্জায় পুথির কি কোনো ভূমিকা চোখে পড়ে?

দুই, পুথির পরে বাংলায় যখন ছাপাবই সাধারনের শিক্ষার জন্য এল, তখন কি কোনো বিরোধের ইতিহাস পাওয়া সম্ভব?

তিন, এরই সঙ্গে যে প্রশ্ন আমাদের এসেছিল তা হল, বাংলায় পুথি-সংস্কৃতি ও ছাপা-সংস্কৃতির সহাবস্থানের কোনো শর্ত ছিল কি?

তৃতীয় অধ্যায়-

এক, উনিশ শতকে বইয়ের গঠনসজ্জার ক্ষেত্রে কোনো ধারাবাহিকতা কি আমরা খেয়াল করতে পারি?

দুই, 'বই' নামক 'পণ্য' উৎপাদনের উপাদানগুলি কী কী এবং কীভাবে উনিশ শতকের বাংলায় সেই উপাদান সংগ্রহ করা সম্ভব হচ্ছিল?

তিন, 'বই' একটি যৌথপ্রক্রিয়ার ফসল। এই প্রক্রিয়ায় লেখক-মুদ্রক-প্রকাশক-বিক্রেতা-পাঠক সকলেই সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সম্পর্কটি কেমন? বাংলায় উনিশ শতকে বই ছাপার শুরুতে এই সম্পর্ক কেমন ছিল?

চতুর্থ অধ্যায়-

এক, লেখার সঙ্গে ছবি সংযুক্তি ঘটে কীভাবে? লেখার সঙ্গে ছবি যোজনের শর্ত কী? লেখার সঙ্গে ছবি থাকলে তা নান্দনিকতার কোন মানদণ্ডকে নির্দিষ্ট করে যার ফলে আমরা বলতে পারি লেখা আর ছবি মিলে একটি 'তৃতীয় পাঠ' পরিবেশিত হয়েছে বইতে?

দুই, পুথির হাতে আঁকা ছবি আর বইয়ে ছাপা ছবির মধ্যে মিল আর অমিল কোথায় এবং কতটুকু?

তিন, উনিশ শতকের বাংলা গ্রন্থে ছবি ছাপবার প্রবণতাকে আমরা আধুনিক নান্দনিকতার মানদণ্ডে কীভাবে বিচার করতে পারি?

গবেষণা উদ্দেশ্য:

প্রথমে বাংলা বইয়ের ইতিহাস, ছাপাখানার ইতিহাস। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ঔপনিবেশিক দেশ ও তার রাজধানীতে কীভাবে এই ছাপার ইতিহাস তৈরি হয়েছে সেটি দেখাই আমাদের গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল। দ্বিতীয়ত, ছাপাসংস্কৃতি বাংলার সমাজকে কীভাবে প্রভাবিত করল সেটি দেখতে চেয়েছি। তৃতীয়ত, 'বই' উনিশ শতকের একটি 'পণ্য', এবং আমরা চেয়েছি বাংলায় এই নতুন পণ্য তৈরির প্রযুক্তিগত দিকটি কেমন ছিল সে বিষয়ে আলোচনা করতে। চতুর্থত, আমরা ছাপা বইয়ের ছবিকে আলাদা করে পড়তে চেয়েছি। বই ছাপার শুরুর সঙ্গে সঙ্গে ছবিও তো ছাপা হচ্ছিল বইতে, তার হালহকিকত জানবার চেষ্টা ছিল আমাদের।

অধ্যায় পরিকল্পনা:

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়		মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসের পর্যালোচনা

দ্বিতীয় অধ্যায়		বাংলায় পুথি ও মুদ্রিত বই

তৃতীয় অধ্যায়		বাংলা ছাপা বই: মুদ্রণ, প্রযুক্তি ও প্রকাশনা

চতুর্থ অধ্যায়		উনিশ শতকের বাংলা গ্রন্থের অলংকরণ

উপসংহার

সূত্রাবলি

অধ্যায় সংক্ষেপ:

ভূমিকা ও উপসংহার ছাড়া সমগ্র গবেষণা নিবন্ধটিকে চারটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অধ্যায়ের নাম ও বিষয় সংক্ষেপ নিচে আলোচনা করা হল-

<u>প্রথম অধ্যায়: মুদ্রণশিল্পের ইতিহাসের পর্যালোচনা</u>

- প্রাচ্যের মুদ্রণ ইতিহাস
- পাশ্চাত্যের মুদ্রণ ইতিহাস
- ভারতবর্ষের মুদ্রণ ইতিহাস
- বাংলার মুদ্রণ ইতিহাস

- বিশ্বে ছাপাখানার ইতিহাসের প্রেক্ষিতে ভারত ও বাংলার ছাপাখানার তুলনামূলক আলোচনা

উপরের এই পাঁচটি ভাগে অধ্যায়টি সাজিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে প্রাচ্য দেশগুলির ছাপাখানার ইতিহাসের বিস্তারের কিছু তথ্য পরিবেশন করেছি আমরা। সেখানে দেখিয়েছি ছাপাবইয়ের ইতিহাসে চীন, জাপান, কোরিয়ার মতো প্রাচ্যের দেশগুলি কীভাবে তাদের ছাপার কাজকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। পঞ্চম থেকে দশম শতাব্দীতে এক একটি পৃষ্ঠার জন্য এক একটি কাঠের ব্লক ব্যবহার করে বই ছাপে চীন। ৮৬৮ সালের 'হীরক-সূত্র' তারই একটি উদাহরণ। কোরিয়া বানিয়েছিল বিচল হরফ। রাজারা তাঁদের বৌদ্ধধর্মের পুথি নিজেদের পৃষ্ঠপোষকতায় লিখিয়ে নিজেদের বংশের মধ্যেই সেগুলি সংরক্ষণ করতেন। সাধারনের জন্য এই জ্ঞান উন্মুক্ত ছিল না। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে মোঙ্গল শাসনকালে তুর্কিস্তানের মধ্যে দিয়ে ছাপার জ্ঞান প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্যে যাওয়ার একটি পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। ইউরোপ তখন ধর্মযুদ্ধের পরে ছাপাখানা তৈরির পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। এই নিয়ে পাশ্চাত্যের মুদ্রণ অংশের আলোচনা। ভারতবর্ষের ভাগ্যে ছাপাখানা হঠাৎই এসে পড়লেও এখানে মিশনারিরা চাইছিলেন এ দেশের লোককে বাইবেল পড়িয়ে 'শিক্ষিত' করতে। এই আলোচনা রয়েছে ভারতবর্ষের মুদ্রণ অংশে। বাংলার ক্ষেত্রে রাজধানীতে শাসকের কাজ চালানোর জন্য ছাপাখানা দরকার ছিল। আবার শাসনকাজ চালানোর জন্য কেরানি তৈরির দরকারও ছিল। এভাবেই ছাপার জ্ঞান প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য হয়ে ভারত ও বাংলায় এল। এখানে ভারত ও বাংলার মুদ্রণের আলোচনা শেষ করে আমরা এগিয়েছি এতক্ষণের আলোচনার আর তুলনা অংশে।

প্রতিটি দেশে ছাপাখানা তৈরির যে যোগসূত্র তৈরি হল তা হল ধর্ম। কোথাও রাজপরিবার ধর্ম বিষয়ক পুথি সংরক্ষণ করবেন বলে ছাপার কাজ চালু করছেন। কোথাও ধর্মযাজকদের বিধানে ও দুর্নীতিতে বিপন্ন বোধ করে পাঠক নিজেই পড়তে চাইছেন ধর্মীয় পুস্তক। আবার কোথাও মিশনারিরা ঔপনিবেশিক দেশের মানুষকে আনতে চাইছেন প্রভুর ছাতার তলায়। ধর্ম ছাপাখানার প্রতিষ্ঠা ও বই ছাপার ক্ষেত্রে সবসময়ই খুব বড় ভূমিকা নিয়েছে, যদিও তার অনুষঙ্গ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম হয়েছে।

পড়ার জন্য চাই বই আর বই ছাপার জন্য মুদ্রণযন্ত্র। বই ছাপার সুবিধের জন্য মুদ্রণযন্ত্র বিভিন্নভাবে বদলেছে। ইউরোপে বিভিন্ন শতাব্দীতে ধীরে ধীরে শিল্পের উন্নতির সঙ্গে তাল রেখে মুদ্রণযন্ত্রের উন্নতি হয়েছে। সে তথ্য পরিবেশন করে আমরা দেখিয়েছি কীভাবে সেখানে

মুদ্রণযন্ত্রের ক্রমবিকাশের ইতিহাস পাওয়া সম্ভব। কিন্তু বাংলার ক্ষেত্রে তেমন কোনো ইতিহাস পাওয়া সম্ভব নয়। এখানেই বাংলায় ছাপাখানার ইতিহাস আলাদা হয়ে যায়। ইউরোপের একশো বছর পর ভারতে মুদ্রাযন্ত্র আনে পর্তুগিজরা। আর গোয়া থেকে বাংলায় তা আসতে লেগে গেল আরও দুশো বছর। কিন্তু ইউরোপের ১৫৫০ সালের হস্তচালিত প্ল্যাটেন প্রেস, ১৮০০ সালের লোহার মুদ্রণযন্ত্র, ১৮১২ সালের সিলিন্ডার প্রেস বাংলায় উনিশ শতকের মধ্যেই একসঙ্গে চলে এসেছিল। কাঠখোদাই, ধাতুখোদাই, লিথোগ্রাফিও একইসঙ্গে চলে আসে। ফলে বাংলায় মুদ্রক-প্রকাশকদের কাছে সামর্থ্য ও রুচি অনুযায়ী মুদ্রণযন্ত্র, ছাপবার পদ্ধতি বেছে নেওয়ার সুযোগ তৈরি হল। আর বাংলায় মুদ্রণযন্ত্রের ক্রমবিকাশের কোনো ইতিহাস তৈরি হওয়ার সম্ভাবনাই তৈরি হল না।

এখানেই আমরা আলোচনা করেছি ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশগুলি থেকে ছাপার জ্ঞান ভারতে এসে কেন পৌঁছলো না সে বিষয়ে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: বাংলায় পুথি ও মুদ্রিত বই

- পুথি ও ছাপা বইয়ের সজ্জা
- পুথি ও ছাপা বইয়ের বিরোধ
- পুথি-সংস্কৃতি ও মুদ্রণ-সংস্কৃতি

পৃথিবীর সব দেশেই পুথি পড়ার অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েই বই ছাপা হয়েছে। তাই যতটা সম্ভব পুথির মতোই আমরা বইয়ের গঠনসজ্জা রাখবার চেষ্টা করেছি। এখানে আমরা প্রথমে পুথির আধার, আকার, লেখার পদ্ধতি, পৃষ্ঠাসংখ্যা, মার্জিনের ব্যবহার, অলংকরণের আলোচনা করে একটি বইয়ের গঠনের সঙ্গে তার তুলনা করে দেখানোর চেষ্টা করেছি প্রযুক্তির কারণে পুথির সঙ্গে বইয়ের আকার, আধারে কিছু পার্থক্য থাকলেও পৃষ্ঠাসংখ্যা, লেখক পরিচয়, অলংকরণ ইত্যাদি আরও নানা ক্ষেত্রে ছাপা বই পুথির অনুরূপ। আবার বইয়ের আকার ও ছাপা প্রযুক্তির কারণেই বই আমাদের এমন কিছু বাড়তি আঙ্গিক এনে দিয়েছে যা পুথিতে সম্ভব ছিল না।

প্রমাণ সাক্ষ্যের নিরিখে আমরা দেখিয়েছি ভারতের মতো বাংলাতেও পুথির পরে ছাপা বইকে গ্রহণ করতে সমস্যা হয়েছিল। পুথি ও ছাপা বইয়ের বিরোধ বাংলার সামাজিক প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট।

সেই বিরোধের পরেও বাংলায় পুথি আর ছাপাবই প্রায় একশোবছর একসঙ্গেই সহাবস্থান করেছে। এই সহাবস্থানের নানা শর্ত ছিল সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করেছি এই অংশে।

তৃতীয় অধ্যায়: বাংলা ছাপা বই: মুদ্রণ, প্রযুক্তি ও প্রকাশনা

- বইয়ের গঠনসজ্জা
- কাগজ
- কালি
- বাংলা হরফ
- মুদ্রণযন্ত্র
- মুদ্রক-প্রকাশক
- বাংলায় মুদ্রক-প্রকাশক-বিক্রেতা

একটি বইতে কী কী অংশ থাকে ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে তারপর বাংলা বইয়ের গঠনসজ্জা নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা হয়েছে প্রথম অংশে। লেখকের পাণ্ডুলিপি থেকে একটি বই তৈরি হতে লাগে কাগজ, কালি, ছাপার হরফ, মুদ্রণযন্ত্র। উনিশ শতকে বাংলাবই ছাপানোর জন্য এই উপাদান কীভাবে সংগ্রহ করছিলেন মুদ্রকেরা সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে এই অধ্যায়ে। কাগজের জন্য শ্রীরামপুর যেমন কাগজ কল প্রতিষ্ঠা করেও তাঁদের হোঁচট খেতে হচ্ছিল বাংলা হরফ বানাতে গিয়ে। শুরুর দিকে বাংলা বই ছাপানোর জন্য কাগজ-কালি-হরফ ও মুদ্রণযন্ত্রের তালমিল ঘটিয়ে কীভাবে বই ছাপা হচ্ছিল তার কথাই বলা হয়েছে এখানে।

বই ছাপার জন্য যেমন উপাদানগুলির সমন্বয় দরকার তেমন এই উপাদানগুলি একত্র করছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যেও পারস্পরিক সম্পর্কে বোঝাপড়া থাকা দরকার। বই তৈরি করা একটি যৌথপ্রক্রিয়া আমরা আগেই বলেছি। তাই লেখকের পাণ্ডুলিপি থেকে কাগজ-কালি-হরফ সংস্থান করে মুদ্রাযন্ত্রে তাকে ছাপান মুদ্রক, প্রকাশ করেন প্রকাশক, প্রকাশিত ছাপাবই পাঠকের

কাছে পৌঁছে দেন বিক্রেতা। পাঠক সেই ছাপা বই পাঠ করেন ও হয় 'লেখকের আত্মপ্রকাশ'। আর আমাদের সাহিত্য-সভ্যতার আধার হিসেবে 'বই' এভাবেই নিজেকে প্রকাশ করে।

এই অধ্যায়ে উনিশ শতকের যেসব বই হাতে-কলমে বা বৈদ্যুতিন মাধমে দেখার সুযোগ পেয়েছি সেখান থেকেই বুঝতে চেষ্টা করেছি সে সময়কার বাংলার মুদ্রক-প্রকাশকদের। কী ধরনের বই তাঁরা ছাপছিলেন, কোনো প্রকাশনার বই ছাপার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো ভাবনা ছিল কি না—এসবের বিচারের চেষ্টা হয়েছে এই অধ্যায়ের শেষে।

চতুর্থ অধ্যায়: উনিশ শতকের বাংলা গ্রন্থের অলংকরণ

- পুথি থেকে বইয়ের অলংকরণ
- উনিশ শতকে বাংলা বইয়ের অলংকরণ পদ্ধতি
- উনিশ শতকে বাংলা বইয়ের অলংকরণ

লেখা ও ছবির এই কতগুলি প্রশ্নের দিকে খেয়াল রেখে আমরা প্রথমে আলোচনা করেছি ছবির দৃশ্যরূপ লেখার সঙ্গে কোন্ যুক্তিতে সংযোজিত হয়। তারপর আমরা বুঝতে চেয়েছি বিষয়ের সূত্র ধরে কোন্ কোন্ ঘটনা বা মুহূর্ত বা চরিত্র শিল্পীর হাতে ছবি হয়ে ওঠে। লেখা আর ছবির যুগলনির্মাণে লেখকের পাঠ ও শিল্পীর পাঠ মিলে পাঠকের কাছে একটি যুগ্ম পাঠ পরিবেশিত হয়।

উনিশ শতকের আগেই ইংরেজরা তাঁদের বইতে ছবি ছাপিয়েছেন। উনিশ শতকের শুরুতে 'সচিত্র অন্নদামঙ্গল' দিয়ে বাংলা বইতে ছবি ছাপবার শুরু হয়। এ সময়ে বাংলা বইতে ছবির প্রয়োগ হয় বাণিজ্যিক কারণে। ছবি থাকলে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়। আর প্রকাশকেরা দেখেছিলেন ছবিওয়ালা বইয়ের কাটতি বেশি। আরেকটি কারণ হল পুথির পাটাচিত্রে অভ্যস্ত পাঠকের চোখ যেন বইতেও সেই ছবির আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করতে পারে। পাঠ্যপুস্তকে ছবি যুক্ত হয়েছিল প্রয়োজনের কারণেই।

ছবি ছাপায় বদল আসে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। শিল্পবিদ্যালয় নতুন শিল্পীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ায় বইয়ের মধ্যেকার ছবি এ সময়ে গ্রন্থবিষয়ের বাইরেও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি 'ছবি' হয়ে উঠল। এরপর ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি-র মতো কিছু সংস্থা যাঁরা তাঁদের প্রকাশনায় ছবি ছাপার ব্যাপারে বেশ যত্নবান হয়ে উঠলেন, তাঁদের ছাপা বইতে ক্রমশ বিষয়ের

সঙ্গে ছবির সঙ্গত চোখে পড়তে শুরু করল। ভবিষ্যতে বইয়ে ছবি ছাপবার জন্য উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী যে 'হাফ-টোন'-এ ৬০ ডিগ্রি স্ক্রিনের মতো নিজের উদ্‌ভাবনা ব্যবহার করার কথা ভাববেন। ভার্নাকুলার লিটারেচর সোসাইটিই বোধহয় সেই ভাবনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিলেন।

ইতিহাস, সমাজ, প্রযুক্তি, নান্দনিকতা—এই চার সূত্র দিয়ে চার অধ্যায়ে আমরা এভাবেই গবেষণার মূল প্রশ্নগুলি সাজিয়েছি ও সেগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছি। আমাদের গবেষণার চারটি অধ্যায়ের শেষে এসে যদি প্রশ্ন করা হয়, উনিশ শতকের বাংলা গ্রন্থ সম্পর্কে আমরা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলাম কি? তবে আমাদের স্থূল উত্তরটি হবে, না, বিশেষ কোনো একরৈখিক সিদ্ধান্ত এ ক্ষেত্রে নির্ভুল হতে পারে না। কারণ উনিশ শতকের বাংলা গ্রন্থের ইতিহাস নানা প্রবণতার ইতিহাস। এই ইতিহাসকে একটি কোনো নিশ্চল সিদ্ধান্তের নিগড়ে আটকাতে গেলে আমাদের গবেষণার দৃষ্টিভঙ্গিতে গলদ থেকে যাবে। একইসময়ে এতগুলি প্রবণতা একে ওপরের সঙ্গে এক সমান্তরের ইতিবৃত্ত গড়ে তুলতে পারে। তার মধ্যে কী-কেন-কীভাবের যুক্তিতে আমরা উনিশ শতকের ছাপা বই প্রসঙ্গে নানা মাত্রার কথা তুলেছি ও তার যুক্তি পেশ করার চেষ্টা করেছি।

নির্বাচিত সূত্রাবলি

প্রাথমিক সূত্র

বাংলা

—— অনুবাদক অনুল্লিখিত, 'যাত্রিদিগের অগ্রেসরণ বিবরণ', শ্রীরামপুর, ১৮২১

—— অনুবাদক অনুল্লিখিত, 'ধর্ম্ম পুস্তক', শ্রীরামপুর, ১৮০১

—— অনুবাদক অনুল্লিখিত, 'প্রভু যিশু খ্রীষ্টের মঙ্গল সমাচার', কলকাতা, হিন্দুস্থানী ছাপাখানা, ১৮১৯

—— অনুবাদক অনুল্লিখিত, 'সুশীলা-বীরসিংহ', কলকাতা, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, ১৮৬৭

—— অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়, 'অমৃতাম্বুধি' (প্রকাশকাল ও প্রকাশক অনুল্লিখিত)

—— অম্বিকাচরণ বসু, 'কুলীন কায়স্থ নাটক', কলকাতা, প্রাকৃত যন্ত্র, ১৮৬১

—— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, 'জীবনচরিত', সংস্কৃত যন্ত্র, ১৮৫২, ২য় সংস্করণ

—— কালীদাস, 'কালীবিলাস', কলকাতা, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন যন্ত্র, ১৮৫৪

—— কাশীনাথ সুর, 'আয়ুর্বেদ ধৃতঃ', (প্রকাশক অনুল্লিখিত) ১৮৫০

—— কৃষ্ণকামিনী দাসী, 'চিত্তবিলাসিনী নামা', কলকাতা, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন যন্ত্র, ১৮৫৬

—— শ্রীকেশবচন্দ্র কর্ম্মকার, 'কলিরকৌতুক ও মাসীর মার কান্না', কলকাতা, সাহস যন্ত্র, ১৮৬৩

—— কৈলাসবাসিনী দেবী, 'হিন্দু মহিলাগণের হীনাবস্থা', কলকাতা, গুপ্ত প্রেস, ১৮৬৪

—— ক্ষেত্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পাঁচালী', কলকাতা, কবিতারত্নাকর, ১৮৬০

—— শ্রীগিরিশচন্দ্র মজুমদার, 'স্বভাব-দর্শন', ঢাকা, ঢাকা নূতনযন্ত্র, ১৮৬২

—— শ্রীগোপালচন্দ্র রক্ষিত, 'মোহন মনোহরা', কলকাতা সুচারু যন্ত্র, ১৮৫৯

—— শ্রীগোপীমোহন ঘোষ, 'বিজয়বল্লভ', কলকাতা, সংস্কৃত যন্ত্র, ১৮৬৩

—— শ্রীচণ্ডীচরণ মুন্সী, 'তোতা ইতিহাস', লন্ডন, প্রকাশক? ১৮২৫

— শ্রীচন্দ্রমোহন সিদ্ধান্ত বাগীশ ভট্টাচার্য, ‘রত্নামলীনাটক’, কলকাতা, তত্ত্ববোধিনী যন্ত্রালয়, ১৮৪৯
— জয়গোপাল গোস্বামী, ‘বাসবদত্তা’, কলকাতা, স্ট্যানহোপ যন্ত্র, ১৮৬১
— জয়নাথ বিসী, ‘দেবীযুদ্ধ’, কলকাতা, চৈতন্যচন্দ্রোদয়, ১৮৫২
— রেভ. জে. কেথ, ‘বঙ্গভাষার ব্যাকরণ’, কলকাতা, কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি, ১৮২৫
— জে. ডি. পিয়ারসন, ‘ইংরেজি ভাষার ব্যাকরণ’, কলকাতা, স্কুল প্রেস, ১৮২০
— ডাক্তার এডওয়ার্ড রো (অনূদিত), ‘লেম্বস্‌টেলের কতিপয় আখ্যায়িকা’, কলকাতা, দ্য ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস, ১৮৫৩
— ডাক্তার এম. জে. ব্রুমলি, ‘কলিকাতাস্থ বৈদ্যকপাঠশালা স্থাপনান্তে’, কলকাতা, পূর্ণচন্দ্রোদয়, ১৮৩৬
— তারিণীচরণ চক্রবর্তী (অনূদিত), ‘টম্‌ খুড়ো’, কলকাতা, প্রাকৃত যন্ত্র, ১৮৬৩
— শ্রীদিননাথ দাস (সংকলিত), ‘শিশুবোধক’, কলকাতা, কমলালয় যন্ত্র, ১৮৫৯
— দীনবন্ধু মিত্র, ‘লীলাবতী নাটক’, কলকাতা, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, ১৮৬৭
— দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ‘গঙ্গাভক্তি তরঙ্গিনী’, বিন্দুবাসিনী যন্ত্র, ১৮২৩
— দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ‘পল্লীগ্রামস্থ চৌকীদার বিষয়ক প্রস্তাবিত রাজনিয়মের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষীয় সভার আবেদন’, কলকাতা, তত্ত্ববোধিনী যন্ত্র, ১৮৫১
— নন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য, ‘জ্ঞানসৌদামিনী’, কলকাতা, বিদ্যারত্ন, ১৮৬৩
— নন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য, ‘পাণ্ডবগীতা’, কলকাতা, কবিতারত্নাকর, ১৮৬৬
— শ্রীনন্দলাল দত্ত, ‘লুক্‌য়ে পিরীত কি লাঞ্ছনা’, কলকাতা, বিদ্যারত্ন, ১৮৬৩
— শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র বিদ্যাবাচস্পতি গোস্বামি, ‘বৈষ্ণবাচারদর্পণ’, কলকাতা, চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্র, ১৮৬০
— শ্রীনবীনচন্দ্র দাস, ‘পিশাচোদ্ধার নাটক’, কলকাতা, স্ট্যানহোপ যন্ত্র, ১৮৬৩
— শ্রী পীয়র্স সাহেব, ‘ভূগোল বৃত্তান্ত’, কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি, ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস
— বনমালী ঘোষ, ‘উপদেশ কল্পলতা’, কলকাতা, অ্যাংলো ইন্ডিয়ান যন্ত্র, ১৮৫৪
— ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘কলিকাতা কমলালয়’, সমাচারচন্দ্রিকা প্রেস, ১৮২৩
— ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘দূতীবিলাস’, কলকাতা, সমাচার চন্দ্রিকা, ১৮২৫
— ভারতচন্দ্র রায়, ‘অন্নদামঙ্গল’, কলকাতা, সংস্কৃত যন্ত্র, তৃতীয় সংস্করণ, ১৮৬০

— ভারতচন্দ্র রায়, ‘অন্নদামঙ্গল’, বাঙ্গালী ছাপাখানা, কোলকাতা আড়পুলি, ১৮২৩
— ভারতচন্দ্র রায়, ‘রসমঞ্জরী’, কলকাতা, হিন্দু পেট্রিয়ট যন্ত্র, ১৮৫৩
— ভুবনমোহন মিত্র ও গোপাললাল মিত্র, ‘কৌত্তক তরঙ্গিণী’, কলকাতা, জ্ঞানান্বেষণ যন্ত্র, ১৮৩৪
— ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ‘প্রাকৃতিক বিজ্ঞান’, হুগলি, বুধোদয় যন্ত্র, ১৮৬৬
— ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ‘রোমের ইতিহাস’, হুগলি, বুধোদয় যন্ত্র, ১৮৬৩
— ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়, ‘আপনার মুখ আপনি দেখ’, কলকাতা, ১৮৬৩
— মদনমোহন তর্কালংকার, ‘শিশুশিক্ষা’, প্রথমভাগ, একত্রিংশ মুদ্রণ, কলকাতা, সংস্কৃত যন্ত্র, ১৮৬৪
— মধুসূদন মুখোপাধ্যায় (অনূদিত), ‘চক্ মকি বাক্স ও অপূর্ব্ব রাজবস্ত্র’, কলকাতা, ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি, ১৮৬৭
— মধুসূদন মুখোপাধ্যায় (অনূদিত), ‘চীন দেশীয় বুলবুল পক্ষীর বিবরণ’, কলকাতা, ভার্নাকুলার লিটারেচার সোসাইটি, ১৮৫৭
— শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত, ‘ব্রজাঙ্গনা কাব্য’, কলকাতা, স্ট্যানহোপ যন্ত্র, ১৮৬৪
— শ্রীমাধবচন্দ্র ভট্টাচার্য, ‘ব্যাকরণ সারঃ’, কলকাতা, কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি, ১৮২৪
— মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ, ‘বত্রিশ সিংহাসন’, কলকাতা, সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ১৮৫৪
— মুন্সী আজিমদ্দীন, ‘জামালনামা’, কলকাতা, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন যন্ত্র, ১৮৫৯
— মৌলবী শ্রীআব্‌দর্‌রহিম, ‘প্রেমলীলা’, (আখ্যাপত্রের প্রকাশের স্থান-কালের অংশটি ছেঁড়া)
— যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ‘নীলাম্বরী’, কলকাতা, সুচারু যন্ত্র, ১৮৬১
— যোগেশচন্দ্র ঘোষ, ’বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণের ইতিবৃত্ত ও সমালোচন’, কলকাতা: নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র, সম্বৎ ১৯২৯
— শ্রীরাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘নীতিবোধ’, কলকাতা, সংস্কৃত প্রেস, দ্বাদশ সংস্করণ, ১৮৬৪
— শ্রীযুত রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমহারাজকৃষ্ণচন্দ্ররায়স্যচরিত্র, লন্ডন, প্রকাশকের নাম? ১৮০৫
— শ্রীরাধাকান্ত দেব, ‘সংক্ষিপ্ত বাঙ্গালা শিক্ষাগ্রন্থঃ’, কলকাতা, কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি, ১৮২৭
— রামকমল ভট্টাচার্য, ‘বেকন’, কলকাতা, গৌড়ীয় যন্ত্র, ১৮৬১

—— রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ‘সাতগেঁয়ের কাছে মাম্‌দোবাজি’, কলকাতা, প্রাকৃত যন্ত্র, ১৮৬২
—— রামগতি ন্যায়রত্ন, ‘বাঙ্গালার ইতিহাস’, সপ্তম মুদ্রণ, হুগলি, বুধোদয় যন্ত্র, ১৮৬৭
—— শ্রীরামনারায়ণ মিত্র, ‘নীতিশিক্ষা’, প্রথম ভাগ, কলকাতা, সংস্কৃত যন্ত্র, ১৮৫৭
—— রামরাম বসু, ‘লিপিমালা’, শ্রীরামপুর, ১৮০২
—— রাসসুন্দরী দাসী, ‘আমার জীবন’, বারিদবরণ ঘোষ (সম্পাদিত), ২০০৮; কলকাতা: ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, চতুর্থ মুদ্রণ ২০১৮
—— লেখকের ছদ্মনাম (শ্রীনেংটাকে নেই বাটপাড়ের ভয়), ‘বিরহ বিষম জ্বালা’, কলকাতা, প্রাকৃতযন্ত্র, ১৮৫২
—— লেখক অনুল্লিখিত, ‘দূতীসংবাদ’, গৌরীবেড়, ভবসিন্ধু যন্ত্র, ১৮৩৮
—— লেখক অনুল্লিখিত, ‘ব্রাহ্মধর্ম’, কলকাতা, তত্ত্ববোধিনী যন্ত্র, ১৮৫২
—— লেখক অনুল্লিখিত, ‘রাজদূত’, কলকাতা, বিশপস্‌ কলেজ প্রেস, ১৮৬২
—— লেখক অনুল্লিখিত, ‘শুনেছ?’, কলকাতা, সাহস যন্ত্র, ১৮৬২
—— শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায়, ‘জ্যোতির্বীজ’, কলকাতা, নূতন সংস্কৃত যন্ত্র, ১৮৬৫
—— শ্রীশ্যামানাথ রায়, ‘ধীরাজ চরিত্র’, শ্রীরামপুর, তমোহর যন্ত্র, ১৮৫৪
—— শ্রীসন্ন্যাসীচরণ পাল, ‘রোগের মত ওষধি’, কলকাতা, সাহস যন্ত্র, ১৮৬৩
—— শ্রীসম্‌ছদ্দিন মহম্মদ ছিদ্দিকি (শামসুদ্দিন মহম্মদ সিদ্দিকি), ‘উচিৎ শ্রবণ’, কলকাতা, বিদ্যারত্ন, ১৮৬০
—— সংকলক অনুল্লিখিত, ‘বিপ্রভক্তিচন্দ্রিকা’, সমাচারচন্দ্রিকা যন্ত্র, কলকাতা, ১৮৩৩
—— সংকলক অনুল্লিখিত, ‘শ্রীগীতচিন্তামণি’, কলকাতা, চৈতন্যচন্দ্রোদয় যন্ত্র, ১৮৫৭
—— সংকলক অনুল্লিখিত, ‘স্ত্রীশিক্ষাবিধায়ক’, কলকাতা, দ্য ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস, ১৮২২
—— সম্পাদক অনুল্লিখিত, ‘হিন্দুস্থানের ক্ষেত্র ও বাগানের কৃষিসমাজের কৃতকর্ম্মের বিবরণপুস্তক’, শ্রীরামপুর, ১৮৩১
—— স্টুয়ার্ট, ‘উপদেশ কথা,’কলকাতা, স্কুল প্রেস, ১৮২০

ইংরেজি

— Swami Bhadrabahu (trans. and ed.), *Brihadkalpasutrabhasya,* Bhavnagar, Sri Atmananda Jaina Sabha, 1936

— H. E. Busteed, 'Echoes from Old Calcutta', Calcutta: Thacker, Spink and Co., 1888

— Nathaniel Brassey Halhed, 'A Grammar of the Bengal Language', Hoogly: n. pub., 1778

— Rev. J. Long, 'Adam's Reports on Vernacular Education in Bengal and Bihar, Submitted to Government in 1835, 1836 and 1838 with a Brief View of Its Past and Present Condition', Calcutta: Home Secretariat Press, 1868

— [James Long], অভিজিৎ রায় (সম্পাদিত), 'জেমস্ লং-এর বাংলা বইয়ের সাতটি ক্যাটালগ', কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ২০১৮

— John Clark Marshman, 'The Life and Times of Carey, Marshman, and Ward: Embracing the History of the Serampore Mission', vol. 1, London: Longman, Brown, Green, Longmans, & Roberts, 1859

— George Smith, 'The Life of William Carey, D. D.: Shoemaker and Missionary Professor of Sanskrit, Bengali, and Marathi in the College of Fort William, Calcutta', London: John Murray, 1885

সহায়ক গ্রন্থ

বাংলা

অভিধান ও কোষগ্রন্থ

— রাজশেখর বসু, 'চলন্তিকা', কলকাতা: এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, নতুন মুদ্রণ ১৪১০

— হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বঙ্গীয় শব্দকোষ', প্রথম খণ্ড: অ-ন, দ্বিতীয় খণ্ড: প-হ, ১৩৪০-১৩৫৩; কলকাতা: সাহিত্য অকাদেমি, ষষ্ঠ মুদ্রণ ২০০৪

অন্যান্য গ্রন্থ

— ড. অচিন্ত্য বিশ্বাস, 'বাংলা পুথির নানাকথা', কলকাতা: জিজ্ঞাসা এজেন্সিজ্ লিমিটেড, ১৯৯৬

— অণিমা মুখোপাধ্যায়, 'পুঁথিপাঠ ও সম্পাদনা রীতি', কলকাতা: পুনশ্চ, ২০০১

— অতুল সুর, 'বাংলা মুদ্রণের দুশো বছর', কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৩৮৫

— অনির্বাণ রায়,'বই যখন বই', ২০১০; কলকাতা: ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, ২০১৩

— অন্নদাশংকর রায়, 'আর্ট', ১৯৬৮; কলকাতা: পুনশ্চ, ১৯৮৯

— অপরাজিত বসু, 'ভারতে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি মধ্যযুগের শেষপর্বের ইতিহাস', ২য় খণ্ড, কলকাতা: কে. পি. বাগচী অ্যান্ড কোম্পানি, ২০১৯

— অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চিত্রাক্ষর', আবীর কর (সংকলিত), কলকাতা: ভাষাবন্ধন প্রকাশনী, ২০১২

— অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বাগীশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী', ১৯৪১; কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্থ মুদ্রণ ২০০৮

— অরুণ ঘোষ (সংকলিত ও সম্পাদিত), 'বই যথা: নির্বাচিত রচনা-সংকলন', কলকাতা: অবভাস, ২০১২

— অশোক মিত্র, 'ছবি কাকে বলে', ১৯৮৪; কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, সপ্তদশ মুদ্রণ ২০০৮

— আশিস খাস্তগীর, 'উনিশ শতকের বাংলা ছাপাখানা', কলকাতা: সোপান, ২০১৪

— ইরফান হাবিব, 'মধ্যযুগের ভারতে প্রযুক্তি', শুভাশিস ঘোষ (অনূদিত), ২০১১; কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, সেপ্টেম্বর ২০১৭

— ওয়াকিল আহমেদ, 'বাংলায় বিদেশী পর্যটক', ২০১১; ঢাকা: গতিধারা, ২০১৪

— কেদারনাথ মজুমদার, 'বাংলা সাময়িক সাহিত্য', প্রথম খণ্ড, ময়মনসিংহ: রিসার্চ হাউস, ১৯১৭

— গোপাল হালদার, 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা', ১ম খণ্ড, কলকাতা: অরুণা প্রকাশনী, ১৪০৭

— গোলাম মুরশিদ, 'বঙ্গদেশে মুদ্রণ ও প্রকাশনার আদিপর্ব', ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫

— গৌতম ভদ্র, 'ন্যাড়া বটতলায় যায় ক'বার?', কলকাতা: ছাতিম বুকস্, ২০১০

— চিত্রা দেব, 'পুথিপত্রের আঙিনায় সমাজের আলপনা', কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১

— চিন্তাহরণ চক্রবর্তী, 'ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি', কলকাতা: ওরিয়েণ্ট বুক কোং, ১৩৬৭

— তাপস সাহা, 'বাংলা সাহিত্যে গ্রন্থচিত্রণ তত্ত্ব, প্রকরণ ও ইতিহাস', কলকাতা: দিয়া পাবলিকেশন, ২০১৫

— দীপঙ্কর সেন ও সুপ্রিয় চন্দ্র দাস, 'মুদ্রণ পরিচয়', কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, আগষ্ট ১৯৬২

— দুর্গাদাস লাহিড়ী, 'বাঙ্গালীর গান', কলকাতা: বঙ্গবাসী ইলেক্ট্রো মেশিন প্রেস, ১৩১২

— পরমেশ আচার্য, 'বাংলার দেশজ শিক্ষাধারা', ১৯৮৯; দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা: অনুষ্টুপ প্রকাশনী, ২০০৯

— প্রণবেশ মাইতি (সম্পাদক), 'অলঙ্করণ: বটতলা থেকে হালফিল', কলকাতা: সপ্তর্ষি প্রকাশন, ২০১০

— ফজলে রাব্বি, 'ছাপাখানার ইতিকথা', ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০২

— বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "বঙ্গদেশের কৃষক", 'বঙ্কিম রচনাবলী', যোগেশচন্দ্র বাগল (সম্পাদিত), ২য় খণ্ড, ১৩৬১; পঞ্চদশ মুদ্রণ, কলকাতা: সাহিত্য সংসদ, ১৪১১

— বরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, 'বাংলা মুদ্রিত গ্রন্থের ইতিহাস', প্রথম খণ্ড: আদি যুগ ১৬৬৭-১৮৩৪, কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, ১৯৮৫

— বিনয় ঘোষ, 'জনসভার সাহিত্য', ১৩৬২; কলকাতা: প্রকাশ ভবন, ২০১৭

— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'পথের পাঁচালী', কলকাতা: মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৩৭৯; বিংশ মুদ্রণ ১৪০৯

— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত), 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', প্রথম খণ্ড (১৮১৮-১৮৩০), কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৪০৮

— ভোলানাথ চক্রবর্তী, 'সেই একদিন আর এই একদিন, অর্থাৎ বঙ্গের পূর্ব ও বর্তমান অবস্থা', কলকাতা, ১৮৭৫

— মুনতাসীর মামুন, 'উনিশ শতকে পূর্ববঙ্গের মুদ্রণ ও প্রকাশনা ১৮৪৭-১৯০০', ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৬

— মুহম্মদ সিদ্দিকি খান, 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার গোড়ার কথা', ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ভাদ্র ১৩৭১

— যূথিকা বসু ভৌমিক, 'বাংলা পুথির পুষ্পিকা', কলকাতা: সুবর্ণরেখা, ১৯৯৯

— যোগেশচন্দ্র বাগল, 'মুদ্রণ-শিল্পের গোড়ার কথা', কলকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৮২

— রাজনারায়ণ বসু, 'সেকাল আর একাল', কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ষষ্ঠ মুদ্রণ ১৪১১

— ড. রীতা ভট্টাচার্য, 'প্রেক্ষাপট পাণ্ডুলিপি: গ্রন্থসম্পাদনার নানা কথা', কলকাতা: ভারততত্ত্ব কেন্দ্র, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, মার্চ ২০১৪

— শ্রীপান্থ, "ছাপা-বইয়ের আগে যে-বই", 'পড়ার বইয়ের বাইরে পড়া', ২০০৪; কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮

— শ্রীপান্থ, 'বটতলা', কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৭

— শ্রীপান্থ, 'যখন ছাপাখানা এল', ১৯৬৭; আকাদেমি সংস্করণ, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৬

— সজনীকান্ত দাস, 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস', ১৯৮৮; কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ২০১৭
— সুকুমার সেন, 'বটতলার ছাপা ও ছবি', ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪; কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০৮
— সুকুমার সেন, 'বাংলা সাহিত্যে গদ্য', মে ১৯৩৪; কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮
— সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস', ৩য় খণ্ড, ১৩৫০; কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, চতুর্থ মুদ্রণ ১৪১০
— সুবিমল মিশ্র (সম্পাদিত), 'মধুসূদন মুখোপাধ্যায় রচনাবলী', ১ম খণ্ড, কলকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, ১৮১৭
— স্বপন চক্রবর্তী (সম্পাদিত), 'মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা বই', কলকাতা: অবভাস, ২০০৭
— স্বপন বসু, 'উনিশ শতকের বাংলা গ্রন্থচিত্রণ', কলকাতা: বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ১৪১৭

ইংরেজি

— Hala Auji, 'Printing Arab Modernity Book Culture and the American Press in Nineteenth-Century Beirut', Boston: Brill, 2016
— Norman E. Binns, 'An Introduction to Historical Bibliography', London: Association of Assistant Librarians, 1953
— A. C. Burnell, 'Elements of South-Indian Palaeography', London: Trubner & Co., 2nd Edition, 1878
— Thomas Francis Carter, 'The Invention of Printing in China', New York: The Ronald Press, 1955
— Warren Chappell, 'A Short History of the Printed Word', New York: Alfred-A-Knopf, 1970

— Elizabeth L. Eisenstein, 'The Printing Revolution in Early Modern Europe', 1979; 2nd edition, New York: Cambridge University Press, 2005

— Lucien Febvre and Henri-Jean Martin, 'The Coming of the Book : The Impact of Printing : 1450-1800', 1976; New York: Verso, 1997

— David Finkelstein and Alistair McCleery (eds.), 'The Book History Reader', London and New York: Routledge, 2002

— Philip Gaskell, 'A New Introduction to Bibliography', Oxford: Oxford University Press, 1972

— Anindita Ghosh, 'Power in Print: Popular Publishing and the Politics of Language and Culture in a Colonial Society', New Delhi: Oxford, 2006

— Ezra Greenspan and Jonathan Rose (eds.), 'Book History', vols. 1-6 , University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1998

— Abhijit Gupta and Swapan Chakravorty (eds), 'Movable Type: Book History in India', New Delhi: Permanent Black, 2008

— Abhijit Gupta and Swapan Chakravorty, (eds), 'Print Areas: Book History in India', Kolkata: Permanent Black, 2004

— B. S. Kesavan et al 'History of Printing and Publishing in India', vol. 1, New Delhi: National Book Trust, 1985

— Owen and Eleanor Lattimore (eds.), 'Silk, Spices and Empire', New York: Delacorte Press, 1968

— Jeremiah P. Losty, 'The Art of the Book', London: The British Library, 1982

— Ronald B. Mckerrow, 'An Introduction to Bibliography for Literary Students', Oxford: Clarendon Press, 1967

— David Mckitterick, 'Print, Manuscript and Search for Order, 1450-1830', 2003; Cambridge: Cambridge University Press, 2004

— S. Natarajan, 'A History of the Press in India', Bombay: Asia Publishing House, 1962

— Asit Paul (ed.), 'Woodcut Prints of Nineteenth Century Calcutta', Kolkata: Seagull Books, 1983

— 'Printing as an Art', published for the society of printers by Harvard University Press, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1955

— Anant Kakba Priolkar, 'The Printing Press in India: Its Beginning and Early Development', Bombay: Marathi Samshodhana Mandala, 1958

— M. Chalapathi Rau, 'The Press', 1974; New Delhi: National Book Trust, India, 1982

— Fiona G. E. Ross, 'The Printed Bengali Character and Its Evolution', 1999; Kolkata: Sahitya Samsad, 2nd edition, 2009

— Rt. Rev. J. Sandegreen, 'From Tranquebar to Serampore', Carey Lecture 1955, Serampore: Serampore College, 1955

— Levin L. Schucking, 'The Sociology of Literary Taste', trans. E. W. Dickes, London: Trench, Trubner & Co., 1944

— Ballala Sena, 'Danasagara', ed. Bhabatosh Bhattacharya, Calcutta: The Asiatic Society, 1959

— Graham Shaw, 'Printing In Calcutta to 1800', London: Bibliographical Society, 1981

— William W. E. Slights, 'Managing Readers: Printed Marginalia in English Renaissance Books', Ann Arbor: University of Michigan Press, 2001

— Ulrike Stark, 'An Empire of Books: The Naval Kishore Press and the Diffusion of the Printed Word in Colonial India', 2008; Ranikhet: Permanent Black, 2012

— S. H. Steinberg, 'Five Hundred Years of Printing', London: Faber and Faber, 1959

— Michael F Suarez, S. J. and H. R. Woudhuysen (eds.), 'The Oxford Companion to the Book', 2 vols., Oxford: Oxford University Press, 2010

— A. R. Venkatachalapathy, 'The Province of the Book: Scholars, Scribes and Scribblers in Colonial Tamilnadu', Ranikhet: Permanent Black, 2012

— Ananda E. Wood, 'Knowledge Before Printing and After: The Indian Tradition in Changing Kerala', Delhi: Oxford University Press, 1985

পত্র-পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা

— অনিল আচার্য (সম্পাদিত), 'অনুষ্টুপ', বটতলা বিশেষ সংখ্যা, ৪৫ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ২০১১

— অনিল আচার্য (সম্পাদিত), 'অনুষ্টুপ', বিশেষ বাংলা পুঁথি সংখ্যা, প্রাক্ শারদীয়, ৪৯ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৪২২

— অশোক উপাধ্যায় (সম্পাদিত), "১৭৭৮ গ্রন্থচর্চা", 'চার্বাক', ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুন ২০১৪

— অশোক উপাধ্যায় (সম্পাদিত), "১৭৭৮ গ্রন্থচর্চা", 'চার্বাক', ১ম বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ডিসেম্বর ২০১৪

সম্পাদিত বইয়ের প্রবন্ধ

— অতুল সুর, "কাগজ ও কালি", 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন', চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১

— অভিজিৎ গুপ্ত, "ভারতবর্ষের গ্রন্থেতিহাস: কিছু মৌল সমস্যা", 'মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা বই', স্বপন চক্রবর্তী (সম্পাদিত), কলকাতা: অবভাস, ২০০৭

— কমল সরকার, "বাংলা বইয়ের ছবি", 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন', চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১

— কালীকুমার দত্ত শাস্ত্রী, "প্রাচীন ভারতে পুঁথির মর্যাদা", 'Aspects of Manuscriptsology', Ratna Basu and Karunasindhu Das (edited), 2005; Kolkata: The Asiatic Society, 2016

— তুষারকান্তি মহাপাত্র, "হাতে লেখা বই", 'মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা বই', স্বপন চক্রবর্তী (সম্পাদিত), কলকাতা: অবভাস, ২০০৭

— পলাশ বরন পাল, "বাংলা হরফের পাঁচ পর্ব", 'মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা বই', স্বপন চক্রবর্তী (সম্পাদিত), কলকাতা: অবভাস, ২০০৭

— যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, "পুথির পরে বই", 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন', চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১

— রঘুনাথ গোস্বামী "দুই শতকের গ্রন্থচিত্রণ", 'বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন', চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদিত), কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৮১

— রত্না বসু, "পুঁথি-পুঁথিবিদ্যা-পুঁথির রূপ-পুঁথির লিপি", 'Aspects of Manuscriptsology', Ratna Basu and Karunasindhu Das (edited), 2005; Kolkata: The Asiatic Society, 2016

— শিশিরকুমার দাশ, "বাংলায় যতিচিহ্ন ১৮০১-১৮৫০", 'মোদের গরব মোদের আশা', কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন, ১৯৯৯

— শুভেন্দু দাসমুন্সী, "প্রচ্ছদ প্রসঙ্গে একটি পত্র ও কয়েকটি প্রবণতা", 'মুদ্রণের সংস্কৃতি ও বাংলা বই', স্বপন চক্রবর্তী (সম্পাদিত), কলকাতা: অবভাস, ডিসেম্বর ২০০৭

—— হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, “বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের সভাপতির অভিভাষণ”, ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’, প্রথম সংখ্যা, ১৩২১; পুনর্মুদ্রিত, “নির্বাচিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী: সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চিন্তা’, সত্যজিৎ চৌধুরী ও বিজলি সরকার (সম্পাদিত), কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০২

পত্র-পত্রিকার প্রবন্ধ

—— অতুল সুর, “ছাপাখানা ও সামাজিক বিস্ফোরণ”, ‘আনন্দবাজারপত্রিকা’, ২৮ মাঘ ১৩৮৫, ৪

—— অবিনাশচন্দ্র ঘোষ, “বঙ্গে পর্তুগীজ-প্রভাব ও বঙ্গভাষায় পর্তুগীজ-পদাঙ্ক”, ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’ ১৮বর্ষ, ১ম সংখ্যা ৪৫-৪৮

—— অমরজ্যোতি সেন, “ছাপাখানার গল্প”, ‘দেশ’, ১১ শ্রাবণ ১৩৫৩, ৪৮৯-৪৯১

—— অমলেন্দু ঘোষ, “সমকালীন বটতলার বইয়ের কথা”, ‘গ্রন্থাগার’ ২৫ (কার্তিক ১৩০২), ১৫৫-১৬২

—— অমলেন্দ্রনাথ ঘটক, “পঞ্চানন কর্মকারের ঐতিহাসিক ভূমিকা”, ‘আনন্দবাজার পত্রিকা’ ৪ ফাল্গুন ১৩৮৫, ৭

—— অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, “প্রথম বাংলা সাময়িক ও সংবাদপত্র”, ‘দেশ’, ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৫, ৬৯৭-৭০০

—— অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, “বাংলা মুদ্রণ: দ্বিশতবার্ষিকী”, ‘দেশ’, ১১ চৈত্র ১৩৮৪, ২৩-৩২

—— অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, “পর্তুগীজ মিশনারী ও বাংলা গদ্য”, ‘সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা’, ৬১ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৩৬২, ৪১-৪৮

—— আনন্দ বাগচী, “বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশনার দু’শ বছর”, ‘দেশ’, ২৫ ফাল্গুন ১৩৮৫, ১১-১৬

—— কুণাল সিংহ, “উইলিয়াম কেরী”, ‘গ্রন্থাগার’ ১৭, কার্তিক ১৩৭৪, ২৯৩-২৯৭

—— কৃপেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, “প্রকাশন শিল্পে বিক্রয় প্রসারণের পদ্ধতি”, ‘গ্রন্থজগৎ’ প্রকাশন শিল্প প্রশিক্ষণ সংখ্যা ১৪, এপ্রিল-মে ১৯৭৩, ৯৩-৯৮

—— চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, "বাংলা প্রকাশনার ধারা", 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ৩০ জুন ১৯৮১

—— চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়", ভারতীয় প্রকাশন শিল্প", 'দেশ' সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৬৪, ২১৪-২২০

—— চৈতালী সেন, "ত্রয়ী কেরী-মার্শম্যান-ওয়ার্ড", 'গ্রন্থাগার' ১১, শ্রাবণ ১৩৬৮, ১৬৭-১৭১

—— তারাপদ মুখোপাধ্যায়, "হ্যালহেড বোলট্স উইলকিন্স", 'দেশ', ১০ ফাল্গুন ১৩৭৫, ৪০৫-৪০৮

—— ত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "উইলিয়াম কেরী", 'দেশ', ২১ ফাল্গুন ১৩৫৪, ২৩৮-২৪৪

—— দীপঙ্কর সেন, "বাংলাদেশে মুদ্রণের আদিপর্ব ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণ", 'গ্রন্থাগার', ২০, চৈত্র ১৩৭৭, ৪৬৪-৪৬৮

—— দীপঙ্কর সেন, "সুকুমার রায়ের মুদ্রণচর্চা", 'আনন্দবাজার পত্রিকা' রবিবাসরীয়, ১২ চৈত্র ১৩৮৪, ৪-৫

—— নারায়ণ চৌধুরী, "বাংলা গ্রন্থ প্রকাশনার অতীত ও ভবিষ্যৎ", 'গ্রন্থজগৎ' প্রকাশন শিল্প প্রশিক্ষণ সংখ্যা ১৪, এপ্রিল-মে ১৯৭৩, ১০৯-১৩

—— নিখিল সরকার, "দু'শ বছর: হাজার প্রশ্ন", 'আনন্দবাজার পত্রিকা' বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৮৬, ২৩-২৮

—— নির্মল দাশ, "বোলট্স-হ্যালহেড প্রসঙ্গ", 'দেশ', ৮ চৈত্র ১৩৭৫, ৮২২-৮২৪

—— পবিত্রকুমার মুখোপাধ্যায়, "সভ্যতা ও মুদ্রণ", 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ৪ ফাল্গুন ১৩৮৫, ৬

—— পুলিন বড়ুয়া, "উইলিয়াম কেরী ও শ্রীরামপুর মিশন প্রেস", 'গ্রন্থাগার' ২২, আষাঢ় ১৩৭৯, ৮৩-৮৬

—— প্রকাশ ভান্ডারী, "পূর্ব বাংলার প্রকাশন শিল্প", 'গ্রন্থজগৎ', বাংলাদেশ সংখ্যা, ১২, এপ্রিল-মে ১৯৭১, ২৪-২৫

—— প্রমীলচন্দ্র বসু, "মুদ্রিত গ্রন্থে বাংলা অক্ষর ও বাংলা ভাষা আবির্ভাবের গোড়ার কথা", 'গ্রন্থাগার', ২৯, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৮, ৪১-৫২

—— প্রসূন দত্ত, "বাংলা হরফ সংস্কার বিষয়ক প্রস্তাব", 'আনন্দবাজার পত্রিকা', বার্ষিক সংখ্যা, ১৩৮৬, ১৩৪-১৩৬

—— বিনয় ঘোষ, "বটতলার প্রকাশক", 'গ্রন্থজগৎ', হীরক জয়ন্তী বর্ষ, ১৩, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭২, ১-৪

— ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, "গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য: প্রথম বাঙালী সাংবাদিক", 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ৪৪ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৪৪, ২৪

— মীরা সান্যাল, "উইলিয়াম কেরী: একটি বিচিত্র জীবন", 'গ্রন্থাগার', ১১, শ্রাবণ ১৩৬৮, ১৮৬-১৯০

— মুহম্মদ সিদ্দিক খান, "বাংলা মুদ্রণের গোড়ার যুগের ইতিহাস", 'গ্রন্থাগার', ১২, আশ্বিন ১৩৬৯, ২৪৩-২৫৮

— যোগেশচন্দ্র বাগল, "মুদ্রণ শিল্পের ইতিকথা", 'গ্রন্থাগার', (১৩৬৯): ২১১-২২২, ৩৩২-৩৪২

— রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়, "হ্যান্ডপ্রেস ছাপা তালপাতার পুথি", 'আনন্দবাজার পত্রিকা', ৫ ফাল্গুন ১৩৮৫, ৪

— রবীন বল, "প্রকাশক-পুস্তক বিক্রেতা সম্পর্ক", 'গ্রন্থজগৎ', প্রকাশন শিল্প প্রশিক্ষণ সংখ্যা, এপ্রিল-মে ১৯৭৩

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "লেখা কুমারী ও ছাপা সুন্দরী", 'ভারতী', জৈষ্ঠ্য ১২৯০, ৭১-৭৩

— রাণা বসু, "বাংলা পুস্তক ব্যবসায়, সেকাল ও একাল", 'গ্রন্থজগৎ', হীরক জয়ন্তী বর্ষ সংখ্যা, ১৩, আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯৭২, ১৩-২২

— সুধীরচন্দ্র সরকার, "বাংলা পুস্তক প্রকাশনের ইতিহাস", 'গ্রন্থজগৎ', ৩, মার্চ ১৯৬০, ১-৩

— সুনীলকুমার দে, "ইউরোপীয় লিখিত প্রাচীনতম মুদ্রিত বাঙ্গালা সাহিত্য (কৃপাশাস্ত্রের অর্থভেদ)", 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' ২৩বর্ষ, ৩য়সং খ্যা (১৩২৩)

— সুরেশচন্দ্র মজুমদার, "বাংলা লাইনোটাইপ ও অক্ষরসংস্কার", 'শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা', ১৩৪২, ১০-১৮

— সুরেশপ্রসাদ নিয়োগী, "প্রকাশক বিদ্যাসাগর", 'গ্রন্থজগৎ', ১৩, জানুয়ারি ১৯৭১, ৭-১৬

— স্বপন চক্রবর্তী, "বাংলা মুদ্রণের আদি পর্বে যতিচিহ্নের প্রয়োগ", 'পরিচয়', ২য় সংখ্যা ৮৭ বর্ষ, কলকাতা, অগ্রহায়ণ-ফাল্গুন ১৮২৫

— হরিহর শেঠ, "ক্রোমোলিথোগ্রাফি", 'পুণ্য', বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬, ৩৯৪-৩৯৮

—হরিহর শেঠ, "চন্দননগরের পাদ্রী জ্যোতির্বিদ গেরেণের শতবর্ষের গ্রহণ গণনা ও তাঁহার সম্পা. মুদ্রিত বাংলা পুস্তক", 'ভারতবর্ষ' ১২ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৩২, ৮৬০-৮৬৩

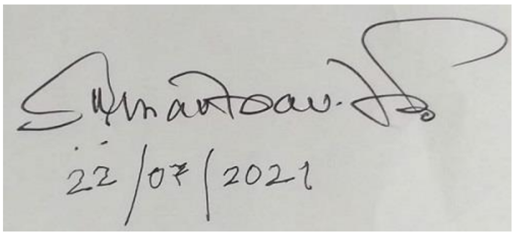

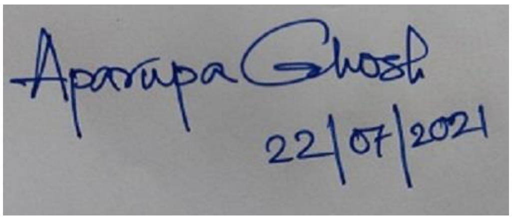

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর:

গবেষকের স্বাক্ষর